

# কাটোয়ার কলম

সংবাদ সাপ্তাহিক

কাটোয়া ■ ১৮ মার্চ ২০২৩ ■ ৩ চৈত্র ১৪২৯, শনিবার ■ ৪৬ বর্ষ ৩১ সংখ্যা

## স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ঘিরে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি নাম জড়ালো শাসকদলের

নিজস্ব সংবাদদাতা : জামালপুরে স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে কোটি কোটি টাকার আর্থিক দুর্নীতি ও অনিয়মে নাম জড়ালো শাসকদলের। বিডিও'র দিকেও অভিযোগের আঙ্গুল তুলেছেন এলাকার মানুষ। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা অভিযোগ করেছেন বামফ্রন্টের সময়ে তৈরি এই গোষ্ঠীগুলি ২০১১ সালের পর তৃণমূল গায়ের জোরে দখল করে নেবার পরই তাতে দেদার লুট চলছে। এর আগেই কাটোয়া-২ ব্লকে স্বনির্ভরগোষ্ঠীর নাম নিয়ে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের পোষাক কলেক্টারি সামনে আসে। ছাত্রদের স্কুল ড্রেস বরাতের দায়িত্ব পায় এক তৃণমূল নেতা। এখানেও দুর্নীতির সাথে তৃণমূলের নাম জড়ায়। আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটের মুখে অভিযোগ উঠেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের এক তৃণমূল নেতা, বিডিও, পঞ্চায়েতের প্রধান, উপ-প্রধান ও গ্রাম



সেবিকার বিরুদ্ধে। প্রশাসনের কাছে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ ও অনিয়মে মদত দেওয়ার লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে একাধিক স্বনির্ভর গোষ্ঠীর নেত্রীরা। যা নিয়ে ব্যাপক তোলপাড় পড়ে গিয়েছে জেলা প্রশাসন ও রাজ্যের শাসক দলের অন্তরে।

জামালপুরের এই আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ জেলাশাসক, জেলা পুলিশ

সুপার সহ প্রশাসনের নানা মহলে দায়ের করা হলেও শাসকদল এই কলেক্টারির সাথে যুক্ত অভিযোগে পুলিশ ও প্রশাসন ঠুটো জগন্নাথ। অভিযোগ 'নারী চেতনা মহিলা মাল্টি পারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড'র দখল নিয়ে শাসকদলের দুই গোষ্ঠীর মধ্য চলছে ক্ষমতার লড়াই। একজন পদাধিকারী বলে দাবি করে

● তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন

## টিএমসিপি-র বাধা ভেঙেই শহিদ ছাত্রনেতাকে স্মরণ কালনায়



নিজস্ব সংবাদদাতা : তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বাধা প্রতিহত করেই ১৬ মার্চ কালনা কলেজ চত্বরে শহিদ ছাত্রনেতা সুশোভন মুখার্জিকে স্মরণ করল ছাত্ররা। শহিদ সুশোভনের ভেঙে ফেলা

শহিদবেদী চত্বরে এদিন অস্থায়ী শহিদবেদী তৈরি করে মাল্যদান করেন ছাত্রনেতা সুদীপ কুড়ি, অনিবার্ণ রায়চৌধুরি, প্রবীর ভৌমিক, টিউলিপ ঘোষ প্রমুখ। এই সময় তৃণমূল ছাত্র

পরিষদের একদল নেতা-কর্মী বাধা দিতে এলে রুখে দাঁড়ায় এসএফআই কর্মীরা। প্রতিরোধের মুখে পড়ে পিছু হটে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মীরা। এর আগে কালনা স্টেশন চত্বরে ছাত্ররা জমায়েত হয়ে মিছিল করে কালনা কলেজ চত্বরে আসে। যেখানে ১২ বছর আগে শহিদ ছাত্রনেতা সুশোভন মুখার্জির শহিদবেদী ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। তারপর থেকে ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীদের সেখানে যাওয়ার কোনও অনুমতি ছিল না।

শহিদ স্মরণ শেষে এসএফআই কর্মীরা কলেজ চত্বরে ছেড়ে যান শহিদ সুশোভনের বাড়িতে অনুষ্ঠিত রক্তদান শিবিরে। এই শিবিরে ৫০ জন যুবক-

● তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন

## ধন ধান্য পুষ্প ভরা

গত অগ্নান মাসের প্রথমেরই, মানে খুড়োদের গাঁয়ে নবানের আগে এ পাড়ার ছেলে ভোলানাথ এসে বলেছিল, খুড়ো কিষাণ মাণ্ডিতে তো ধানের রেট গাঁয়ের ব্যবসাদারদের চেয়ে অনেক বেশি। তা তোমরা যদি মাণ্ডিতে ধান দিতে চাও তো, এখন থেকে ব্যবস্থা করতে হবে। ভোলা যাকে এখন বিজেপির রামু তোলা ভোলা বলে, তো সেই ভোলাই এখন খুড়োদের পাড়ার তৃণমূলের কর্মী। ও বলল, যদি মাণ্ডিতে ধান দাও তবে পঞ্চায়েত গিয়ে প্রধানের কাছ থেকে টোকেন নিয়ে আসতে হবে। অমল প্রশ্ন করেছিল তার জন্য কী করতে হবে? ভোলা বলেছিল, কিছু না। শুধু



তপোময় ঘোষ

তোমাদের যে ধানের জমি আছে, তার প্রমাণ সরূপ হালের পরচাটা। প্রধান শুধু দেখবেন, তারপর টোকেনে সই করে দেবেন। ঝামেলা এড়াতে অমল আর বিমল ভোলাকেই তার বাবার নামে জমির হাল পরচা তুলে দিয়েছিল, হ্যাঁ নিশ্চিত। কারণ আর যাই হোক এ পাড়ার ভোলার এখনও সে সুনাম টা আছে। দিন পনের পরে নবানের পরদিন ভোলা খুড়োকে তার মন্ডিতে ধান বিক্রির পাস মানে টোকেন এনে দিয়েছিল। কুঁড়ে ব্যাটারা এতে তৃপ্ত। কিন্তু আসল হযরান তো অপেক্ষা করছে। খুড়োর বড় ছেলে রাগ দেখিয়ে বলল, ঝামেলা এড়ানো? অত সহজ! টোকেন টা আনা আবার কি ঝামেলা? আসল ঝামেলা তো মাণ্ডিতে। এখন টোকেন নিয়ে গিয়ে ডেট আনতে হবে। তারপর গাড়ি ভাড়া করে ধান সেখানে নিয়ে যেতে হবে। তারপর ওজনে বেশি নেবে কুইন্টালে সাড়ে সাত কেজি ধলতা, ময়েশ্চার ইত্যাদি কত হ্যাপা বাবুদের কাছে। তুমি জানো?

যারা যায় তারা জানে। আমি বাপু অত ঝামেলায় যেতে

● চতুর্থ পৃষ্ঠায় দেখুন

## উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে জেলা জুড়ে এস এফ আই-এর সহায়তা কেন্দ্র



এস এফ আই-এর পক্ষ থেকে পরীক্ষার্থীদের হাতে পেন ফুল ও শুভেচ্ছা বার্তা

নিজস্ব সংবাদদাতা : ১৪ই মার্চ থেকে শুরু হল ২০২৩ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা আর সেই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাকে সামনে রেখে ২০২৩ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে জেলা জুড়ে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির পক্ষ থেকে বর্ধমান শহরের পাশাপাশি পূর্ব বর্ধমান জেলার অসংখ্য স্কুলের সামনে আয়োজন করা হলো সহায়তা কেন্দ্র। সহায়তা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে এস এফ আই কর্মীদের পক্ষ থেকে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার জন্য ধার্য করা রুম অ্যারেজমেন্ট এর যাবতীয় বিষয়বস্তু পরীক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিল। পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের পরীক্ষা কেন্দ্রের ঘর বুঝতে অসুবিধা হলে তাদের ঘর খুঁজে দেওয়ার কাজও করল এসএফআই কর্মীরা। তার পাশাপাশি এস এফ আই-এর পক্ষ

থেকে পরীক্ষার্থীদের হাতে পেন ফুল ও শুভেচ্ছা বার্তা পৌঁছে দিয়ে তাদের পরীক্ষার জন্য অগ্রিম শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হলো। প্রতিটি ক্যাম্পেই পরীক্ষার্থীদের পাশাপাশি পরীক্ষার মধ্যবর্তী সময় অভিভাবকদের বসার ব্যবস্থা করা হয় বিভিন্ন সহায়ক কেন্দ্রের সামনে। বর্ধমান শহরের আচার্য দুর্গা প্রসন্ন বিদ্যামন্দির, বর্ধমান সিএমএস স্কুল এর পাশাপাশি কাটোয়া শহর, রায়না ব্লক, কেতুগ্রাম ব্লকের, ভাতার ব্লকের বিভিন্ন স্কুলের সামনে এই সহায়তা কেন্দ্র ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয়। স্কুল গেটে সহায়তা কেন্দ্রের পাশাপাশি ভারতের ছাত্র ফেডারেশন পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির পক্ষ থেকে পরীক্ষা শুরুর আগে থেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে অনলাইন হেল্প

● তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন



নিজস্ব সংবাদদাতা : কল আছে জল নাই, খাব কি? পানীয় জলের দাবিতে গ্রামবাসীরা ১৬মার্চ রাস্তা অবরোধ করেন। সিপিআই(এম) ভাতার ২এরিয়া কমিটির উদ্যোগে দীর্ঘদিন জল না পাওয়া মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। আন্দোলনের চাপে পুলিশ ও তৃণমূলের পঞ্চায়েত কর্তারা ১০দিনের মধ্যে জলের ব্যবস্থা করবে প্রতিশ্রুতি দিলে অবরোধ উঠে যায়। সাহেবগঞ্জ কাঁটাগড়ে গরিব পাড়ায় দীর্ঘ দিন ধরে পানীয় জল না থাকায় মানুষ কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। পানীয় জলের দাবিতে এদিন সাহেবগঞ্জ বাসস্ট্যাণ্ডে পথ অবরোধ করে সাহেবগঞ্জ ১ অঞ্চলের সাহেবগঞ্জ কাঁটাগড়ের মানুষ। যার মধ্যে বেশির ভাগই ছিলেন মহিলা। পুলিশ এসে অবরোধ তোলে। মানুষে মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ। এই আন্দোলনে পুরোভাগে ছিলেন সিপিআই(এম) নেতা তারাপদ ঘোষ সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

## লুটেরাদের হাত থেকে সাধারণ মানুষের হাতে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে দেবার শপথ মহিলাদের



বর্ধমানে পঞ্চায়েত নির্বাচন উপলক্ষে সভায় উপস্থিত মহিলারা

নিজস্ব সংবাদদাতা : লুটেরাদের হাত থেকে সাধারণ মানুষের হাতে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে দেবার শপথ মহিলাদের গণআন্দোলনের নেতা সৈয়দ হোসেন, সংগ্রামে মহিলাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন জেলা সম্পাদিকা সুপর্ণা ব্যানার্জি, আলোচনাসভায় নেতৃত্ব। ১২মার্চ পঞ্চায়েত নির্বাচন উপলক্ষে পূর্ব

বর্ধমান জেলা মহিলা কর্মীসভায় বক্তব্য রাখেন মহিলা নেত্রী অঞ্জু কর ছাড়াও গণআন্দোলনের নেতা সৈয়দ হোসেন, সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির জেলা সম্পাদিকা সুপর্ণা ব্যানার্জি, মনিমালা দাস প্রমুখ।

● চতুর্থ পৃষ্ঠায় দেখুন



## কাটোয়ার কলম

১৮ মার্চ ■ ২০২৩

### মোদী-আদানি-মমতা

২০১৫ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অন্তত ২০টি বিদেশ সফরের সঙ্গী হয়েছিলেন তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ শিল্পপতি বন্ধু গোঁতম আদানি। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বা প্রধানমন্ত্রীর সফরের আগে পরে আদানি যে দেশেই গিয়েছেন সেখানে আদানি গোষ্ঠীর বাণিজ্য বিস্তারের চুক্তি হয়েছে। এরমধ্যে অন্যতম কয়েকটি হলো অস্ট্রেলিয়া, ইজরায়েল, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি। কুড়ি বছর আগেও শিল্পপতি হিসেবে যার নাম কেউই প্রায় শোনেনি, মুম্বাইয়ে হিরে কেনাবেচা করতেন, গুজরাটের পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী এবং ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর সৌজন্যে তিনি হয়ে উঠেছেন ভারত তথা এশিয়ার ধনীতম শিল্পপতি এবং বিশ্বের তৃতীয় ধনীতম ব্যক্তি। এমন অবিস্বাস্য দ্রুতগামী উত্থান ভারতের কর্পোরেট গোষ্ঠীগুলিকে আজকে অবস্থানে আসতে একাধিক প্রজন্ম সময় লেগেছে। একমাত্র ব্যতিক্রম আদানি গোষ্ঠী।

দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমুদ্র বন্দরের মালিক যেমন আদানি গোষ্ঠী তেমনি মোদীর কল্যাণে আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরের তীরে ১১টি বন্দরের দখল পেয়েছে আদানিরা। ত্রয়োদশ বন্দরটি আদানিদের উৎসর্গ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। বরাত পাওয়া তাজপুরের সেই বন্দরটি অবশ্য এখনও তৈরি হয়নি। কয়লাশিল্পে কোল ইন্ডিয়ার পরেই আদানির স্থান। বিদ্যুতে এনটিপিসি-র পরে। দেশের ভোজ্য তেলের বাজারের সিংহভাগ তাদের দখলে। এইভাবে অর্থনীতির প্রধান খুঁটি ও সর্বস্বা হয়ে উঠছে আদানিরা।

মোদী পথ অনুসরণ করে তৃণমূল নেত্রী ও আদানিদের বাণিজ্য সাম্রাজ্য প্রসারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন। শুধু তাজপুর সমুদ্র বন্দর আদানিদের হাতে সমর্পণ করেই তিনি ক্ষান্ত হননি। ঝাড়খণ্ডে আদানিদের বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ রপ্তানির জন্য জোর জবরদস্তি পুলিশ দিয়ে জমি দখল করে আদানিদের হাতে তুলে দিয়েছেন। বেশ কয়েকটা গ্রামের হাজার হাজার দরিদ্র আদিবাসী পরিবারকে চিরতরে ভিটেমাটি ছাড়া করে যে দেউচা কয়লাখনি তৈরি হচ্ছে সেটাও নৈবেদ্য হিসেবে অর্পিত হচ্ছে আদানিদের কাছে। মমতার আদানি প্রেম মোদীর থেকে কোনও অংশে কম নয়। সম্ভব সেকারণেই নির্বাচনী বন্ডের নামে যে বিপুল কর্পোরেট অর্থ রাজনৈতিক দলের তহবিলে ঢোকে তার দ্বিতীয় বৃহত্তম অংশের গন্তব্য হয় তৃণমূল।

মোদী বিহনে আদানির উত্থান বিজেপি-র কাছে যতই অপ্রিয় ও অস্বস্তির বিষয় হোক না কেন তাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। অর্থাৎ মোদী ও বিজেপি-র সমর্থনে ও সহযোগিতায় গুজরাটের এক কোনা থেকে উঠে গোটা দেশ ও বিদেশে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে আদানিরা। একই রকমভাবে না হলেও তৃণমূলেরও অনেকে দুর্নীতির মাধ্যমে লুট করা অর্থ বাণিজ্য বিস্তার ব্যবহার করেছে। তৃণমূলের নেতা মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে সাংসদ-বিধায়কদের একটা বড় অংশ সরাসরি বা পরোক্ষ লাগামছাড়া দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। অযোগ্যদের চাকরি বিক্রি করে যেমন শত শত কোটি টাকা কামানো হয়েছে তেমনি গোরু পাচার, কয়লা পাচার, বালি পাচার ইত্যাদির মাধ্যমেও শত শত কোটি টাকা কামানো হয়েছে। এই টাকাতেই তৃণমূল নেতারা গুচ্ছ সম্পদের মালিক হয়েছেন এবং নানা ধরণের ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করেছেন। এখন দেখা যাচ্ছে ভিন রাজ্যে এমনকি ভিন দেশেও বিপুল লগ্নি হয়েছে। এক নেতা গোয়াতে হোটেল বানিয়েছেন, ত্রিপুরায় চা বাগান কিনেছেন। কেউ পুরীতে হোটেলের মালিক। গোয়া, ত্রিপুরা, মেঘালয় তৃণমূল গড়ার নামে ঝটিকা সফরের আড়ালে চোর নেতাদের চুরির টাকা বিনিয়োগ হচ্ছে নানা ব্যবসায়।

## কাটোয়া প্রিন্টিং প্রেস

কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড

ডিটিপি'র যাবতীয় কাজ অফসেট প্রিন্টিং, জেরক্স অফসেট, সিল্কস্ক্রিন প্রিন্টিং সহ সমস্ত ধরনের কাজের ক্ষেত্রে যে প্রতিষ্ঠানের মহকুমায় কোনও বিকল্প নেই।

সুবোধ স্মৃতি রোড, কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান

ফোন : ৭৩৮৪৭১২৭৬৬ ৯৪৭৪১৮১২২০

### আদিবাসী সম্প্রদায় জমি বিক্রি আছে

বিবরণ

জেলা- নদীয়া, ব্লক- কালীগঞ্জ, মৌজা - বল্লভপাড়া,

জে.এল. নং- ০৮৬, দাগ নং- ৪১৯, খতিয়ান নং- ৩০৩৭

পরিমাণ - ২.৩৩ শতক

মূল্য - ২ লক্ষ টাকা

মোবাইল নং- ৯৮৩২৭৪৬৬৫০

## সিবিআই, ইডি তদন্ত এবং লক্ষণ রেখা

২০১১ সালের মে মাসে, বামফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটানো হলো এবং দেশী বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রতিনিধিত্বকারী, মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার ক্ষমতায় এলো। ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট সরকারের পরিবর্তন, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ‘পরিবর্তন’ চাই স্লোগানের সাথে মানানসই হয়ে উঠলো। মানুষ পরিবর্তন চেয়ে ছিল। সেই পরিবর্তন পেয়েও গেল। মানুষ অনেক আশা নিয়ে মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বে একটা সরকার গঠন করে ছিল। মানুষ আশা করে ছিল, মমতা ব্যানার্জী, বাংলাকে সুখ শান্তি এবং সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ করে দেবে। মমতাও সেই আশা জাগিয়েছিল। অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসে ছিল।

তারপর গঙ্গা দিয়ে জল গড়িয়ে যেতে লাগলো। ঐ সময়, ২০১২ সালে, বাংলার মানুষের কানে এলো নতুন একটা শব্দ। সেটার নাম, চিটফান্ড। মানুষ দেখলো, অল্প সময়ের মধ্যেই, টাকা দিগুণ তিনগুণ হয়ে যাচ্ছে। মানুষের এই ধারণাকে আরও জোরদার করলো, ঐ সব চিটফান্ডের সাথে তৃণমূল কংগ্রেস দলের এবং সরকারের নেতা নেত্রী মন্ত্রী বিধায়ক দের ঘনিষ্ঠতা। শুধু তাই নয়। সরকার ও দলের বিভিন্ন মহল থেকে চিটফান্ডে টাকা রাখার জন্য আবেদন করা হলো। মানুষও ছুটলো টাকার পেছনে। রাতারাতি, সারদা চিটফান্ড, রোজভ্যালি চিটফান্ড, এম. পি. এস. চিটফান্ড, আইকোর চিটফান্ড ইত্যাদি ইত্যাদি ছোট বড় মিলে অগণিত চিটফান্ড কোম্পানি খুলে গেল। দেখতে দেখতে এই কোম্পানি গুলোতে কয়েক হাজার কোটি টাকা জমা হয়ে গেল।

তারপর যা হবার তাই হলো। চিটফান্ডের যেমন ভবিষ্যত হয়, তেমনিই হলো। মানুষের সব টাকা ডুবে গেল। চিটফান্ড গুলো উঠে গেল। সতের লক্ষ মানুষ প্রতারিত হলো। প্রায় পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা বাজার থেকে লোপাট হয়ে গেল। একশো জনের বেশি মানুষ টাকার শোকে আত্মহত্যা করলো। এজেন্ট দের কেউ কেউ মারা গেল। কেউ কেউ দেশছাড়া হয়ে থাকলো।

এত বড় একটা আর্থিক কেলেঙ্কারি তে, যাদের নাম সুবিধা ভোগী হিসেবে সামনে এলো, তারা সবাই তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা নেত্রী এবং প্রভাবশালী। অনেক নেতা নেত্রীকে জেলে ঢোকানো হলো। তাদের কেউ কেউ, মমতা ব্যানার্জীর নাম উল্লেখ করে বললো, যদি কেউ চিটফান্ড থেকে সবচেয়ে বেশি সুবিধা নিয়ে থাকে, সে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী।

মমতা ব্যানার্জী চেষ্টা করে ছিল যাতে কেসটা সিবিআই ইডি-র হাতে না যায়। কিন্তু পারেনি। শেষ পর্যন্ত, কেসটা সিবিআই ইডি হাতে নিল। কিন্তু ঐ পর্যায়েই। কোন এক অদৃশ্য শক্তির নির্দেশে, সিবিআই ইডি তদন্তের গতি কমিয়ে দিল। যেন সিবিআই ইডি-র লোকজন লক্ষণরেখার মধ্যে আটকে গেছে। যারা জেলে ঢুকে ছিল, তারা জামিন পেয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। একটা সময় পরে কেসটা চাপা পড়ে গেল। এখন আর চিটফান্ড কেসের কথা শোনা যায় না। পেরিয়ে গেছে দশ দশটা বছর।

এরপর ২০১৬ সালে এলো ‘নারদ’ স্টিং অপারেশন কেলেঙ্কারি। একটা

### অর্জিত সরকারের কল্যাণ

ভিডিও ভাইরাল হলো। সেই ভিডিও-তে দেখা গেল, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতা নেত্রীরা, নারদ কোম্পানির গোপন এজেন্ট, স্যামুয়েল ম্যাথুর কাছ থেকে হাত পেতে লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ নিচ্ছে।

ব্যাপারটা জানাজানি হতেই, ভিডিও গেল হায়দরাবাদ। ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য। জানা গেল, ভিডিওতে দৃশ্যমান ব্যক্তিগণ এবং টাকা ঘুষ নেওয়ার মধ্যে কোন জালিয়াতি নেই। সব সত্য।

রিপোর্ট গেল, পার্লামেন্টের এথিক্স কমিটিতে। বিরোধীরা বিচার চাইল। কিন্তু এথিক্স কমিটির মিটিং আর ডাকা হলো না। তখন বিরোধীদের, সিবিআই ইডি-র দারস্থ হতে হলো। কেস গেল সিবিআই ইডি-র হাতে। কিন্তু তাতেও কেসের তদন্ত বেশি দূর এগোলো না। দু'একজনের ধরপাকড় হলো, এই যা। পরে পরে, তারা জামিন পেয়ে গেল। গত ছ'বছর ধরে, কেসটা পেভিং। সিবিআই ইডি এখন আর তদন্ত করে না কেউ এদের পায়ে বেড়ি পরিয়ে দিয়েছে। যেন ওরা লক্ষনরেখার বাইরে বেরিয়ে আসতে না পারে।

এই রকম বহু ছোট বড় কেস আছে, যেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা নেত্রীরা ফাঁসে আছে। এমনকি, হাইকোর্ট সুপ্রীম কোর্টে অনেক লড়াই করে, কেসগুলো সিবিআই ইডি-র হাতে দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। কিন্তু ঐ অন্ধি। সিবিআই ইডি লক্ষন রেখা ত্রাশ করতে পারছে না। কোন এক অদৃশ্য শক্তির অঙ্গুলি হেলনে, ওদের গতি রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে।

এখন, এই সময়কালে, পশ্চিমবঙ্গে চাকরি বিক্রির যে চক্র ধরা পড়েছে, সেই ধরনের অপরাধ সারা পৃথিবীর কোন জায়গায় ঘটেনি। কেউ কোন দিন চাকরি চুরি কথাটা শোনে নি। এবং, মোডাস অপারেভি-ও অভিনব। তৃণমূল কংগ্রেসের মাথা থেকে পা পর্যন্ত, এই অপরাধের সাথে আট্টেপুষ্ঠে জড়িত। এই কেলেঙ্কারি তে কত হাজার কোটি টাকার হাত বদল হয়েছে, এখনও জানা যায়নি। তবে সবাই বলছে, এই কেলেঙ্কারি, শিক্ষাক্ষেত্রে সারা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় কেলেঙ্কারি।

যথারীতি, তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে, এই কেসের তদন্তভার যাতে সিবিআই ইডি-র হাতে না যায়, তার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু আইনি লড়াইয়ে তৃণমূল হেরে যায়। এবং ঘটনাক্রমে, এই কেসের তদন্তভার শুধু সিবিআই ইডির হাতে যায় নি, এই কেসের তদন্ত হচ্ছে, হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে। এখন হাইকোর্টের গুঁতোনি খেয়ে সিবিআই ইডি-র লোকজন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা নেত্রীদের দুবেলা দৌড় করাচ্ছে। কিন্তু এর মধ্যে একটা কথা আছে। সেটা হলো, বিচারপতি বিচার করেন, তথ্য প্রমাণ সাক্ষ্য পরিস্থিতির বিচার বিশ্লেষণ করে এবং যথাযত আইন মেনে। কিন্তু তদন্তকারী সংস্থা যদি আদালতে ঠিক মতো দলিল পেশ না করে, কিম্বা, সঠিক সওয়াল না করে, তাহলে, বিচারপতি নিরুপায়। উনি রায়দান করবেন কি করে? তাছাড়াও অনেক খুঁটিনাটি বিষয় আছে, যা আদালতের জানা দরকার। কিন্তু সেগুলো হাজির করার দায়িত্ব তদন্তকারী কর্মকর্তা দের ওপর।

এখন দেখা যাক, সিবিআই ইডি-র তদন্ত কেমন চলে এবং আদালত কে

ন্যায় বিচারে কি রকম সাহায্য করে। এই বিষয়ে, আমাদের অভিজ্ঞতা খুবই তিক্ত.... একটা সময়ের পরে, সিবিআই ইডি-র লোকজন লক্ষনরেখার গভী ডিপ্সিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে না।

গরু কয়লা পাচার কাণ্ডেও, বর্তমানে, সিবিআই ইডি-র তদন্ত চলছে। আপাতত সব ঠিক চলছে। দেখা যাক নিকট ভবিষ্যতে কি হয়। তবে আমরা আশাবাদী নই। এই সব কেসের তদন্তেরও অকাল মৃত্যু ঘটবে।

কেন এই অকাল মৃত্যু ঘটবে? কেন সিবিআই ইডি-র হাতে পড়া তদন্ত গুলোর শেষ দেখা যাচ্ছে না? কেন অপরাধীরা ধরা পড়েও ছাড় পেয়ে যাচ্ছে? কেন অপরাধীরা শাস্তি পাচ্ছে না?

এই প্রশ্ন গুলোর উত্তর অনেক বড়। এখানে সে কথা লেখার সুযোগ নেই। অন্য কোন নিবন্ধে সে কথা লেখা যাবে। আপাতত সংক্ষিপ্ত ভাবে কিছু বলার চেষ্টা করছি।

আমরা জানি, বামফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটানোর জন্য যে আন্তর্জাতিক যড়যন্ত্র হয়েছিল, তার অন্যতম ভাগীদার ছিল, ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় বাম বিরোধী শক্তি তথা সবচেয়ে বড় প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণ পন্থী শক্তি বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেস। তারপর থেকে ঐ দুই দল, কখনও প্রকাশ্যে, কখনও গোপনে, সব ধরনের আঁতাত রক্ষা করে চলেছে। দুই দলেরই অভিন্ন লক্ষ্য হলো, কোন অবস্থাতেই এমন কোন রাজনৈতিক সামাজিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করা যাবে না, যার সুযোগ নিয়ে, বামপন্থীরা আবার পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় ফিরে আসে।

এখন, যদি সিবিআই ইডি-র তদন্তে এবং পরবর্তীতে, কোর্টের নির্দেশে, তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের কেউ কেউ গ্রেফতার হয় এবং শাস্তি পায়, তাহলে, তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারটা একদিনের মধ্যে পড়ে যাবে। এবং জনমানসে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতি চরম ঘৃণা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হবে।

এদিকে, বিজেপির নিজের একার এতটা সাংগঠনিক শক্তি নেই এবং গ্রহণযোগ্যতা নেই যে, তৃণমূল কংগ্রেসের জয়গা টা দখল করে সরকার গঠন করবে।

এই অবস্থায়, বামফ্রন্ট মানুষের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য হবে।

সুতরাং, তৃণমূল কংগ্রেস দলকে এবং তাদের সরকার কে কোন ভাবেই দুর্বল করা যাবে না। বরং, মানুষ কে এই দুই দলের নকল যুদ্ধ দেখিয়ে তলে তলে সাহায্য করাই যুক্তিযুক্ত। এটাই সংক্ষেপে, বিজেপির গেম প্ল্যান।

সুতরাং, এই রসায়নকে সামনে রেখে, বিজেপি দল এবং কেন্দ্রীয় সরকারের শীর্ষ মহল থেকে সিবিআই ইডি কে কোন ভাবেই ‘গো অ্যাহেড’ সিগন্যাল দেওয়া হবে না। একটা স্তরের পরে, সিবিআই ইডি তদন্ত অন্যান্য তদন্তের মতোই মাঝপথে গতি হারিয়ে ফেলবে।

তবে, বিজেপি দল, এর মধ্যে যদি পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, তৃণমূল কংগ্রেসের সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়াও ওরা নিজেরা একক শক্তিতে রাজ্য সরকার গঠন করতে পারবে, তবেই সিবিআই ইডি সঠিক ভাবে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। তার আগে পর্যন্ত, সিবিআই ইডি-কে লক্ষনরেখার মধ্যেই আটকে থাকতে হবে। □



## কৃষি ও কৃষককে বাঁচানোর জন্য আলু লাভজনক দরে চাষীর কাছ থেকে সরকারকে কিনতে হবে : এই দাবিতে রাস্তা অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা : যে ভাষা বোঝে শাসক সেই বাঁঝালো ভাষাতেই কৃষকদের আন্দোলনের চাপে কৃষকদের প্রতিনিধিদের সাথে বসে আলোচনা করে আলু কেনার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দেবার পর শক্তিশক্তিগত কাছ প্যামডাতে জাতীয় সড়ক অবরোধ তুলে নেয় কৃষকরা। ১১মার্চ কৃষি ও কৃষককে বাঁচানোর জন্য জাতীয় সড়ক অবরোধ করার কথা ঘোষণা করে কৃষকসভা। পুলিশ, প্রশাসন আগে ভাগে বিরাট বাহিনী মোতায়েন করে প্যামডাতে যাতে কোনভাবেই কৃষকরা তাঁদের গেযিত কর্মসূচী সফল করতে না পারে। সময় তখন বেলা আড়াইটে পুলিশের একাংশ চেষ্টা করে চাষীদের এই কর্মসূচী বানচাল করতে। কৃষকদের রাস্তায় উঠতে বাধা দেওয়া হয়। কিন্তু দলে দলে আলু চাষী লাল বাঙা নিয়ে ২নম্বর জাতীয় সড়কে নেমে পড়লে বিশাল সংখ্যক চাষীকে পুলিশের আটকবার ক্ষমতা ছিল না। রাস্তা অবরোধ হলো, প্রতিবাদী কৃষকরা মমতার কুশপুতুল দাহ করেছেন, রাস্তায় টায়ার পুড়িয়েছেন। বস্তা বস্তা আলু রাস্তায় ফেলে প্রতিবাদে মোচড় দিয়েছেন। এদিন যত মানুষ রাস্তা অবরোধে অংশ নিয়েছেন তার থেকে অনেক মানুষ রাস্তা অবরোধে পথেই আটকে পড়েন। এদিন খন্ডঘোষ, রায়না, মেমারী, জামালপুর, বর্ধমান সদর-১, ২ ছাড়াও গলসী, ভাতাড়া, আউশগ্রাম, মঙ্গলাকোট থেকে দলে দলে



কৃষি ও কৃষককে বাঁচানোর জন্য আলু লাভজনক দরে চাষীর কাছ থেকে সরকারকে কিনতে হবে এই দাবিতে প্যামডাতে রাস্তা অবরোধ করেছেন কৃষকরা

কৃষক এই কর্মসূচীতে যোগদান করেন। দুপুর যখন শোয়া ৩টে সেই সময় জাতীয় সড়কের দুপাশের রাস্তায় দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে যায় হাজার হাজার গাড়ি। সেখানে রাস্তায় শুয়ে পড়ে কৃষকরা প্রতিবাদে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। গোটা জাতীয় সড়কই লাল বাঙা হাতে নিয়ে কৃষকদের দখলে চলে যায়। পুলিশ নানা ভাবে প্ররোচনা দেবার চেষ্টা করলেও প্রতিবাদী কৃষকরা তাতে পা দেননি।

আলুর লাভজনক দর যাতে পায় কৃষক সেই দাবি জানিয়েছে যেমন কৃষকরা তেমনই সরকার যাতে সরাসরি কৃষকদের কাছে হাজার টাকা কুইন্টাল দরে আলু কেনে সেই দাবীও এদিন জোরালো হয়েছে। কৃষকসভার জেলা সম্পাদক সমর ঘোষ বলেছেন, এখন যে দামে আলু বিক্রি হচ্ছে তাতে

কৃষকের বিঘেতে ১৫-১৬ হাজার টাকা লোকসান হচ্ছে। আমরা চায় রাজ্য সরকার হাজার টাকা কুইন্টাল দলে আলু কিনুক। কৃষকের লোকসান যাতে না হয়। এদিন টানা ৪৫ মিনিট অবরোধ চলার সময় পুলিশ ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয় সোমবার এস ডি ও'র নেতৃত্বে প্রশাসন বসবে কৃষকদের সাথে আলোচনায়। সরকারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে অবরোধ তুলে নেওয়া হলেও কৃষক নেতারা জানিয়েছেন যদি সরকার কৃষকদের দাবি না মানেন তাহলে আরো বড় আন্দোলনে নামা হবে। এদিন এছাড়াও বক্তব্য রাখেন কৃষক নেতা সৈয়দ হোসেন, শুকুল সিকদার, অপূর্ব চ্যাটার্জি, মিজানুর রহমান সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

## স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ঘিরে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি

### ● প্রথম পৃষ্ঠার পর

মীরাতাজ বেগমের অভিযোগ, “নারী চেতনা মহিলা মাল্টি পারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের” নামে বেআইনি নথিপত্র তৈরি করে এবং তাঁর সেই নাকি নকল করে জামালপুরের দুটি পৃথক ব্যাঙ্ক শাখায় অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। যাঁরা মিলে পরিকল্পনা করে ওই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট গুলি খুলেছেন তাঁদের মধ্যে ব্লকের বিডিও শুভঙ্কর মজুমদার, পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি তথা বর্তমান ব্লক তৃণমূলের সভাপতি মেহেমুদ খাঁন-এর নামও অভিযোগে উল্লিখিত আছে। এছাড়াও এল-জি-এস চন্দনা ঘোষ, জামালপুর ১ পঞ্চায়েতের প্রধান ডলি নন্দী, উপ-প্রধান সাহাবুদ্দিন মণ্ডলও রয়েছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের অভিযোগ, ২০১১ পর থেকেই এই গোষ্ঠী লুটেরাদের হাতে চলে যায়। তারপর ‘কয়েক কোটি টাকা’ আত্মসাৎ করে নেওয়া হয়েছে বলে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের অভিযোগ। একই অভিযোগ লিখিতভাবে করেছেন মীরাতাজও।

বামফ্রন্টের সময়ে নারীচেতনা কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের নাম রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর তৃণমূল ক্ষমতায় এসেই জোর করে এই গোষ্ঠীর দখল নেবার পরই দুর্নীতিতে ডুবে যায় এমনই অভিযোগ করেছেন গোষ্ঠীর মহিলারা। দুর্নীতির খবর পেয়ে মহিলারা জামালপুর থানায় অভিযোগ জানাতে যান। থানা অভিযোগ নিতে

অস্বীকার করায় অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্টার কো-অপারেটিভ সোসাইটির কাছে অভিযোগ জানানো হয়। মীরাতাজের অভিযোগ, বিডিও হুমকি দেন মহিলাদের। বলেন, “মহিলা হয়ে অনেক বাড়াবাড়ি করছে। যদি ভাল চাও, তাহলে আমাদের বিরুদ্ধে যে যে জায়গায় অভিযোগ দায়ের করেছে, সেই অভিযোগ প্রত্যাহার করে নাও।” এরপরই শাসকদলের দুর্নীতি নিয়ে জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তর ও মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে অভিযোগ জানানো হয়। কিন্তু দুর্নীতির সাথে শাসকদলের নাম জড়িয়ে থাকায় সেই অভিযোগ ধামাচাপা পড়ে গেছে।

এই অভিযোগের বিষয়ে জেলাশাসক প্রিয়াংকা সিংলা বলেন, “অভিযোগ পত্র পেয়েছি। খুবই গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে। অভিযোগের তদন্ত করতে বলা হয়েছে। তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।” সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ডিস্ট্রিক্ট প্রোজেক্ট অফিসার বলেন, “অভিযোগের তদন্তের অর্ডার দেওয়া হয়েছে। তদন্ত রিপোর্ট হাতে আসার পর পরবর্তী যা পদক্ষেপ নেওয়ার নেওয়া হবে।” জেলার পুলিশ সুপার কামনাশিস সেন জানিয়েছেন, এমন বিষয় সংক্রান্ত অভিযোগ আমার দপ্তরে দাখিল হয়ে থাকলে অবশ্যই তার তদন্ত হবে। তদন্তে অভিযোগের সত্যতা মিললে আইনানুগ পদক্ষেপ নেওয়া হবে। কিন্তু স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে সামনে রেখে কোটি কোটি টাকার এই দুর্নীতির সাথে যুক্ত তারা কি সাজা পাবে?

নিয়োগ দুর্নীতির মতোই পুরো দুর্নীতি জেলা জুড়ে ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করবে শাসকদল।

শুধু মীরাতাজ বেগম একাই নয়। স্বনির্ভর গোষ্ঠী নিয়ে এমন আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ আরো অনেক গোষ্ঠীর মহিলারাও করেছেন। জামালপুর ২ এবং আবাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা যে সব বিষয় নিয়ে জেলা প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন তাও যথেষ্ট চমকে দেওয়ার মতোই। জামালপুর ২ পঞ্চায়েতের ‘শ্রীমা মহিলা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডের’ সদস্য সুমিতা বর ও তপতী মালিক বলেন, “স্বনির্ভর গোষ্ঠী নিয়ে চূড়ান্ত অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ চলছে। এল জি এস এবং প্রজেক্ট ডিরেক্টর (পি ডি) সহ যাঁরা যাঁরা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কাজকর্ম দেখভালের দায়িতে রয়েছেন তাদের ‘ঘুস’ না দিলে কোন গোষ্ঠী কাজ পায় না। গোষ্ঠীর মহিলাদের প্রশিক্ষণের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা দুর্নীতি হয়।”

জামালপুরের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা এও জানান, “বিভিন্ন সরকারী প্রকল্পের কাজ কর্ম সরজমিনে খতিয়ে দেখতে গত ফেব্রুয়ারি মাসে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল জামালপুরে আসে। তখন তাদের কাছেও ব্লকের স্বনির্ভর গোষ্ঠী গুলির মহিলারা সমস্ত অনিয়ম ও আর্থিক দুর্নীতির কথা তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু দুর্নীতি অনিয়ম তারপরও বন্ধ হয়নি।

## রাইসমিল ওয়ার্কাস ইউনিয়নের জেলা সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা : পূর্ব বর্ধমান জেলা রাইসমিল ওয়ার্কাস ইউনিয়নের নবম জেলা সম্মেলন ১২মার্চ শ্রমিক ভবনে শেষ হয়েছে। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সি আই টি ইউ জেলা সাধারণ সম্পাদক তাপস চ্যাটার্জি। সম্মেলনে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন শ্রমিক নেতা সুকান্ত কোণ্ডার। এছাড়াও সি আই টি ইউ জেলা সভাপতি নজরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে ১৩৫জন

প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। তার মধ্যে মহিলা শ্রমিক ছিলেন ১৫জন। সম্মেলনে ১৬জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। সম্মেলনে ১৪দফা দাবী গৃহীত হয়। ৪৭জনকে নিয়ে জেলা কমিটি গঠিত হয়। এই সম্মেলনে তুষার মজুমদারকে সভাপতি, অশোক ঘোষকে সম্পাদক ও বিপ্লব মজুমদারকে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করা হয়।

## জেলা জুড়ে এস এফ আই-এর সহায়তা কেন্দ্র

### ● প্রথম পৃষ্ঠার পর

ডেস্ক এর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যেখানে ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষার আগে পরীক্ষার সংক্রান্ত যেকোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে সেই সমস্যার সমাধানের সহায়তার জন্য এস এফ আই পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটি মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সাহায্যের জন্য চালু করেছিল আই সি টি প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে অনলাইন হেল্প ডেস্ক যেখানে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা জেলার যেকোনো ব্লকে পরীক্ষা সংক্রান্ত যেকোনো সমস্যার জন্য অনলাইনে কিউইয়ার স্ক্যান করে পাবে ব্লক ভিত্তিক পরীক্ষার্থীদের জন্য হেল্প লাইন ফোন নম্বর যেখানে পরীক্ষার্থীরা তাদের সমস্যা সমাধানে বা যেকোনো অজানা তথ্য পাবে এস এফ আই-এর প্রতিনিধিদের কাছ থেকে পেতে সক্ষম হবে। তাছাড়া পরীক্ষার আগে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির পক্ষ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পড়াশোনার সুবিধার্থে অনলাইনে গুগল ফর্ম এর মাধ্যমে গ্রহণ করেছিল বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ের অনলাইন মক টেস্ট যেখানে ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণের পরিমাণ ছিল চোখে পড়ার মতো ভারতের ছাত্র ফেডারেশন পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির

উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষার্থীদের সহায়তা কেন্দ্র সম্পর্কে সংগঠনের পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক অনিবার্ণ রায় চৌধুরী ও জেলা সভাপতি প্রবীর ভৌমিক জানানি মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার সময় শুধু নয় সারা বছরই আমরা ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে থাকার চেষ্টা করি এবং বিগত বছরের আমরা মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে এই সহায়তা কেন্দ্র করে আসছি। এবার এই সহায়তা কেন্দ্রের সংখ্যা বেড়েছে এবং আমাদের সহায়তা কেন্দ্রের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের আস্থাও চোখে পড়ার মতো। তাই গোটা জেলা জুড়ে আমাদের সহায়তা কেন্দ্রগুলিতে পরীক্ষার্থীও অভিভাবকরা প্রথম থেকে এসে ভিড় জমিয়েছেন। আমাদের জেলার এসএফআইয়ের কর্মীরাও সাধ্যমত পরীক্ষার্থীদের ও তাদের অভিভাবকদের পাশে থাকার চেষ্টা করেছে। আগামী দিনেও পরীক্ষার কদিন আমাদের এই সহায়তা কেন্দ্র চলবে। এবং যে কোন ছাত্র-ছাত্রী যেকোনো ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হলে আমাদের সহায়তা কেন্দ্র বা হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করলে আমরা আমাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেব।

## শহিদ ছাত্রনেতাকে স্মরণ কালনায়

### ● প্রথম পৃষ্ঠার পর

যুবতী রক্তদান করেন।

উল্লেখ্য ছাত্রনেতা সুশোভন মুখার্জি ১৯৮৫ সালের ১৬ মার্চ ঘাতক বাহিনীর হাতে কালনা কলেজ চত্বরে শহিদ হন। অন্যদিকে কালনা শহরের আমলাপুকুরে রাতের অন্ধকারে শহিদ ছাত্র নেতার শহিদবেদীটিও বছর তিনেক পূর্বে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু গত দু'বছর আগে শহিদবেদী পুনর্নির্মিত করে ছাত্রনেতাকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এ বছরও এদিন বিকালে সেই শহিদবেদীতে মাল্যদান, বক্তৃতার

মধ্যে দিয়ে স্মরণ করা হয় শহিদ সুশোভন মুখার্জিকে। শহিদ স্মরণে এদিন বক্তব্য রাখেন- অরুণাভ চক্রবর্তী, অনিবার্ণ রায়চৌধুরি প্রমুখ। বক্তারা বলেন-- রাজ্য ও কেন্দ্রে ক্ষমতায় আছে দুই অপশক্তি। এরা মানুষকে প্রতারণা করে বিভ্রান্ত করছে। যার প্রভাবে মানুষের জীবনজীবিকা জেরবার। মানুষকে সংগঠিত করে এই অপশক্তিগুলির পতন ঘটানোই হবে শহিদ সুশোভনকে উপযুক্ত শ্রদ্ধা জানানো।





## বিশ্ব জুড়ে বড় বড় ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হওয়ায় রপ্তানি কমছে ভারতের, ফের সঙ্কটে শিল্প

**বিশেষ প্রতিনিধি :** আমেরিকা ও ইউরোপে একের পর এক বড় বড় ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়ে যাওয়ায় তার প্রভাব পড়ছে ভারতে। কমছে ভারতে রপ্তানির হার। এদিকে আমদানির তুলনায় রপ্তানি বিপুল হারে কমে যাওয়ায় বাণিজ্য ঘাটতি বাড়ছে।

বাণিজ্য মন্ত্রক সূত্রে খবর, গত আর্থিক বর্ষ (এপ্রিল, ২০২২ থেকে মার্চ, ২০২৩) রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৪০ হাজার ৫৯০ কোটি ডলার। বৃদ্ধি হার ছিল মাত্র ৭.৬ শতাংশ। অন্যদিকে আমদানি ছিল ৬৫ হাজার ৩৫০ কোটি ডলার, যার বৃদ্ধির হার ছিল ১৮.৮ শতাংশ, রপ্তানি বৃদ্ধির প্রায় আড়াই গুন। এতে ভারতের বাণিজ্যে ঘাটতির পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে মোট ২৪ হাজার ৭৫০ কোটি ডলার। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, সম্প্রতি ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে বড় বড় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক শেয়ার ধসে গিয়ে দেউলিয়া হয়ে যাওয়াতেই ক্রমশ রপ্তানির বাজার হারাচ্ছে ভারত। এতে বিপুল হারে কমছে রপ্তানির হার। যেভাবে পর পর বড় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ডুবতে চলেছে, তাতে বাণিজ্যের বাজারে এই সঙ্কট আরও বাড়বে বলেই আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা।

সম্প্রতি আমেরিকায় ও ইউরোপে বড় বড় ব্যাঙ্কে শেয়ারের দরে ধস নামায় গ্রাহকরা দেনার সেই ব্যাঙ্ক থেকে তাঁদের জমা টাকা তুলে নেওয়ায় দেউলিয়া হয়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছে বহু ব্যাঙ্ক। বিদেশে ছোটখাটো ব্যাঙ্কে এই সমস্যা চলছিল বেশ কিছু দিন ধরে। বড় করে এই সমস্যা সামনে আসে সিলিকন ভ্যালি ব্যাঙ্ক (এসভিডি) দেউলিয়া হয়ে তালা পড়ে যাওয়ায় পর। আমেরিকার অন্যতম বৃহত্তম এই বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক সিলিকন ভ্যালির উন্নত প্রযুক্তির নতুন

উদ্ভাবনী বড় বড় শিল্পে বিনিয়োগ করে থাকে। ব্যাঙ্ক লাটে উঠে যাওয়ায় বহু শিল্প বন্ধ হয়ে যায়। তাদের বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে যায়। একইসঙ্গে ধসে পড়েছে এবার বড় সিগনেচার ব্যাঙ্ক। এই ব্যাঙ্কের শেয়ার দরে ধস নামায় তার গ্রাহকরা জমা টাকা তুলে নেওয়ায় তা এবারে দেউলিয়ার খাতায় চলে গিয়েছে, সুইজারল্যান্ডের বৃহত্তম ব্যাঙ্ক ক্রেডিট সুইস ব্যাঙ্ক আজ দেউলিয়া হওয়ার পথে বন্ধ হতে চলেছে। এই সব ব্যাঙ্ক ধসে পড়ছে। অন্যদিকে মন্দায় বন্ধ হচ্ছে শিল্প। এতে মানুষের আয় কমে গিয়ে বাজারে চাহিদা কমছে। এই সঙ্কটে নাজেহাল ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলিতে আমদানির পরিমাণ কমছে। তার ফল ভুগতে হচ্ছে ভারতকে। চলতি বছরে এই সঙ্কট আরও তীব্র হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এদিন বাণিজ্য মন্ত্রক সূত্রে ফেব্রুয়ারির বাণিজ্যের যে চিত্র মিলেছে, তাতেই বেহাল অবস্থার অশনী সঙ্কতে আরও স্পষ্ট হয়েছে। মন্ত্রক জানাচ্ছে, ফেব্রুয়ারিতে রপ্তানি কমেছে ৮.৮ শতাংশ হারে। যা গত পাঁচ মাসে সর্বাধিক হারে রপ্তানি হ্রাস। টাকার অঙ্কে তা ৩ হাজার ৩৮৮ কোটি ডলার। অন্যদিকে বিশ্বে বাজার হারানোয় দেশের বাজার বাড়তে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের আমদানি নিয়ন্ত্রণ করায় আমদানির হার কিছুটা হ্রাস পেয়েছে ৮.২ শতাংশ হারে। টাকার অঙ্কে তা হলো ৫ হাজার ১৩১ কোটি ডলার। ফলে বাণিজ্যে ঘাটতির পরিমাণ ফেব্রুয়ারি মাসে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৭৪৩ কোটি ডলার।

এদিকে বিশ্ব জুড়ে মন্দা ও ব্যাঙ্ক সঙ্কটে ভারতের রপ্তানি কমেছে বেশির ভাগ পণ্যেই। যেসব ভারতীয় পণ্যের

সুনাম বিশ্ব জোড়া, তারও রপ্তানি কমেছে ফেব্রুয়ারিতে। বাণিজ্য মন্ত্রক জানাচ্ছে, মোট মূল ৩০টি সেক্টরের মধ্যে ১৬টি সেক্টরের পণ্য ও পরিষেবার রপ্তানি কমেছে। যেমন, রাসায়নিক পণ্য রপ্তানি কমেছে ১২.৩৪ শতাংশ, ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যে রপ্তানি কমেছে ৯.৬৮ শতাংশ, তৈরি পোশাকের রপ্তানি কমেছে ১২.১ শতাংশ, পেট্রোপণ্য রপ্তানি কমেছে ২৮.৮ শতাংশ। গহনায় রপ্তানি কমেছে ৬.৪ শতাংশ।

অন্যদিকে রপ্তানি বৃদ্ধি হয়েছে চালে ১১.৭৫ শতাংশ, হীরে-জহরতে ১২.৮ শতাংশ এবং ওয়ুথ ও ভেষজ পণ্যে বেড়েছে ৪.৭২ শতাংশ। এদিকে বিশ্বের বাজার থেকে সোনার আমদানি কমেছে ৪৪.৯ শতাংশ, সার আমদানি কমেছে ৫৯.৩ শতাংশ, অপরিশোধিত তেল আমদানি কমেছে ৪.২৯ শতাংশ।

বিশ্বের ধসে পড়া অর্থনীতিতে নতুন বাজার মেলার আশা ছেড়ে দিয়েছে ভারতের শিল্প-বাণিজ্য মহল। দেশের বাজার বাড়ানোর উপর কেন্দ্রের উপর চাপ বাড়ানোয় শিল্প মহল।

শিল্প মহল সূত্রে খবর, সম্প্রতি কেন্দ্র দেশে পরিকাঠামোয় বিনিয়োগ বাড়ানোয় বাজার কিছুটা বাড়বে বলে আশা করছে। তবে শ্রমিক সংগঠন শ্রমিকদের আয় বাড়িয়ে দেশে চাহিদা বাড়ানোর প্রস্তাব দিলেও তা মানা হয়নি। মোদী সরকার বিশ্বের বাজারে রপ্তানি বাড়াতে মেক ইন ইন্ডিয়া নীতি ঘোষণা করে। আট বছর পেরিয়ে তা মুখ খুবড়েই পড়েছে। রপ্তানি ক্রমশ তলানিতে চলে যাওয়ায় সঙ্কট নেমেছে শিল্পে। তাতে ফের ছাঁটাইয়ের মুখেই পড়তে হচ্ছে শ্রমিকদের।

## ধন ধান্য পুষ্প ভরা

### ● প্রথম পৃষ্ঠার পর

পারবো না। দাদাকে বলো। খুড়ো তার বড় ছেলেকে বলোও ঝাড় খেল। সেও বলল, হিসেব করে দেখেছি ওখানে ধান দিয়ে কোন লাভ নেই বরং লোকসান। কি রকম? খুড়োর নিরীহ প্রশ্ন। অমল বলল, ধরো কুইন্টালে ধলতা বা ময়েশচার সাড়ে সাত কেজি তারপর এখান থেকে ব্লক পর্যন্ত গাড়ি ভাড়া সব বাদ দিয়ে দ্যাখো কত বেশি পাও। তারচেয়ে গাঁয়ের মহাজনদের দিয়ে দেওয়ায় ভাল।

ওরা বাড়ির গোলা থেকেই ধান বের করে তোমার সামনে মেপে নিয়ে চলে যাবে। তুমি তোমার নিজের চোখে নিজের জমির ধান মেপে দেখে নিতে পারবা। দাম ও নগদে দেবে। আর মাড়িতে দেবে চেক, সেই চেক ভাঙতে আবার ব্যাংকে যাও। লাইনে দাঁড়াও। তার চে....

আবার মুসকিল আসান ভোলা হাজির হয়ে বলল, কুছ পরোয়া নেই দাদা। তার জন্য আমি আছি। তোমরা যত কুইন্টাল ধান দেবে মাড়ির রেটে দাম পেলেই তো হল? দাঁড়াও আমি ব্যবস্থা করছি। এই বলে, ভোলা

খুড়োদের জমির পরচা, ব্যাঙ্কের পাশবই আধার কার্ড আর রেশন কার্ডের জেরক্স নিয়ে গেল।

কিছুদিনের মধ্যে খুড়োর উদ্বেগ শুরু হল কত দাম, কত রেট? কত টাকা করে পারবো? কদিন পর ভোলা বলে বলে গেল। কোন চিন্তা নেই তোমার টাকা ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে ঢুকে গেলেই তো হল।

--- কত করে রেট বল।

অতশত তোমার জানার দরকার নেই।

--- তোমার যতগুলো ব্যাংকের পাশবই দিয়েছ তত হাজার টাকা নগদ গুণে নেবে তাহলেই তো হবে?

ইতোমধ্যে খুড়ো গাঁয়ের গুঞ্জন শুনতে পেল। গাঁয়ের ছোট ব্যবসাদার মানে যাদেরকে সবাই ফড়ে বলে তারা নিজেরা ধান কিনে বাইরে মিলে পাঠিয়ে দিয়ে চাষীদের মাড়ির রেটে দাম দিচ্ছে। সব ব্যবসাদার, সব ফড়েরাই মানে পাল ব্রাদার্স, শংকর পোদ্দার, মহিম ঘোষাল সবাই। চাষীদেরকে নগদে হাজার টাকা করে ধরে দিয়ে তাদের পাশবই, অ্যাকাউন্ট

নম্বর, এপিক ও আধার কার্ড জেরক্স নিয়ে যাচ্ছে। চাষিরাও হাজার বামেলা হ্যাপা এড়াতে বা প্রায় ফোকটিয়া ভেবে দিয়ে দিচ্ছে। খুড়োরাও বাড়িতে বাপ বেটা মিলে আলোচনা করে ঠিক করেছে ওরাও শংকর পোদ্দারকে দিয়ে দেবে তিন বাপ বেটায় ৩০০০ টাকা তো পাবে।

সত্যি সত্যিই বাপু, দিন পনেরোর মধ্যে শংকর পোদ্দারের ব্যাটা বকুল এসে চাঁদু ঘোষের হাতে নগদ ৩০০০ টাকা দিয়ে চলে গেল। খুড়ো খুব খুশি, তৃপ্ত। বাঃ ভোলানাথের তো খুব ভালো রাজত্ব। খুশি হলে মানুষের মনে গান আসে আর তার সুর কথা গুনগুন করে মুখে চলে আসে।

খুড়ো আজ গাইছে, ‘ধনধান্য পুষ্প ভরা’..., হঠাৎ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সেই দেশাত্মবোধক গান। আচ্ছা পুষ্প মানে তো ফুল। ঘাসফুলও তো পুষ্প। হ্যাঁ, এখন ভোলাদের ঘাসফুলের রাজত্ব। বাঃ মিলে গেছে। কিন্তু খুড়োর মনে খচখচানি প্রশ্ন। পুষ্প মানে তো বড়ো ফুল, ঘাসফুলও কী পুষ্প? ধন্দ থেকে যায়। খুড়ো আবার বিষয়!!

## পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও লোকশিল্পী সংঘের জেলা সম্মেলন

**নিজস্ব সংবাদদাতা :** পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও লোকশিল্পী সংঘের পূর্ব বর্ধমান জেলা ষষ্ঠ সম্মেলন পূর্ব বর্ধমান জেলার কুসুম গ্রামে ১৪মার্চ একতা মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন উপলক্ষে সম্মেলনের নগরের নামকরণ করা হয় চলাচিত্র পরিচালক তরুণ মজুমদারের নামে। প্রয়াত কবিয়াল সনৎ বিশ্বাস ও বৈদ্যনাথ সরেনের নামে মঞ্চের নামকরণ করা হয়। সম্মেলন উপলক্ষে গত ১০ই মার্চ কুসুমগ্রাম বাজারে লোকশিল্পীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও লোকশিল্পী সংঘের রাজ্য সম্পাদক

শঙ্কর মুখার্জি। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য নেতৃত্ব অপু মজুমদার। সম্মেলনে ১৫০জন প্রতিনিধি অংশ করেন। সম্মেলনে কৃষক সভার জেলা সম্পাদক সমর ঘোষ ও অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক ওসমান গণি সরকার অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনে কৃষক আন্দোলনের রাজ্য নেতৃত্ব সৈয়দ হোসেন, অচিন্ত্য মল্লিক ও শিক্ষাবিদ অরিন্দম কোনার উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন থেকে শের আলী সভাপতি, কাজল রায় সম্পাদক ও আব্দুল মালেক কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন।

## লুটেরাদের হাত থেকে সাধারণ মানুষের হাতে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে দেবার শপথ মহিলাদের

### ● প্রথম পৃষ্ঠার পর

এদিন মহিলাদের সভায় নেতৃত্ব বামফ্রন্ট সরকারের সাফল্যগুলি তুলে ধরে বলেছেন, ১৯৭৭সালের আগে পঞ্চায়েত ছিল গ্রাম্য মহাজন, জোতদারের কজায়। গরিব মানুষের সাথে কোন সম্পর্ক ছিলনা। ১৯৭৮ সালের পর ত্রিস্তর গ্রামপঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামের গরিব সাধারণ মানুষের হাতে আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা তুলে দেয় বামফ্রন্ট সরকার। দারিদ্র দূরিকরণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। মহিলারাও অংশ গ্রহণ করেন এই উন্নয়নে। মহিলাদের প্রশাসনের সামনের সারিতে আনা হয়। নানা গোষ্ঠী, সমবায়ের মাধ্যমে মহিলাদের স্বনির্ভর করে তোলায়

উদ্যোগ নিয়েছিল বামফ্রন্ট সরকার। কিন্তু ২০১১ সালের পর যত নির্বাচন হয়েছে মানুষের সামাজিক উন্নয়নের অর্থ শুধু নয় ভূগমূল ভোটও লুট করেছে। মানুষের সাথে প্রতারণা করেছে। গ্রামের পঞ্চায়েত দুর্নীতি ও লুটের আখড়া হয়ে দাঁড়ায়। আবার মানুষের পঞ্চায়েত ফিরিয়ে দেবার সংগ্রামে মহিলাদের গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকার কথা মনে করিয়ে দেন নেতৃত্ব। তাঁরা বলেছেন সাহস নিয়ে মহিলাদের এক্যবদ্ধ করে লুটেরাদের প্রতিরোধ করতে হবে। যে চোরেরা গরিবের ১০০ দিনের কাজের মজুরির টাকা, ঘরের টাকা, সামাজিক উন্নয়নের টাকা আত্মসাত করেছে তাঁদের মুখোশ খুলে দিতে হবে মানুষের কাছে।

### কাটোয়া পৌরসভা

পোঃ- কাটোয়া, জেলা- পূর্ব বর্ধমান

দরপত্র আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

[QUOTATION INVITING NOTICE NO. 83 (DEV/KM) 2022-2023]

এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, কাটোয়া পৌরসভার কাজের জন্য মাসিক চুক্তির ভিত্তিতে একটি ডিজেল সুমো/স্করপিও/বোলেরো গাড়ী আগামী এক (১) বৎসরের জন্য ভাড়া লওয়া হইবে। ইহার জন্য ডিজেল, মোবিল অফিস হইতে (প্রয়োজনমত) দেওয়া হইবে। গাড়ীর যে কোন মেরামত খরচ, যন্ত্রাংশ ইত্যাদি এবং গাড়ীর চালকের বেতন ও অন্যান্য ব্যয় গাড়ীর মালিককেই বহন করিতে হইবে। অন্যান্য শর্তাবলী অফিস চলাকালীন ইঞ্জিঃ বিভাগে দেখিতে পাওয়া যাইবে। মুখবন্ধ খামে ইং- ২১/০৩/২০২৩ বেলা ৪.০০ মধ্যে ঐ দরপত্র দুই হাজার (২০০০.০০) টাকা জামিন (Security) জমা রসিদ সহ (দরখাস্ত করিয়া ঐ টাকা অফিসে জমা দিয়া রসিদ সংগ্রহ করিতে হইবে) প্রদান করিতে হইবে। দরপত্রের সহিত গাড়ীর ব্লুককের জেরক্স কপি (যাহা ঐ ব্যক্তির নামে থাকিতে হইবে) জমা দিতে হইবে। ঐ দিনই বেলা ৪.১৫ ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে দরপত্রগুলি খোলা হইবে। মেয়াদ শেষে জামিন জমা টাকা ফেরৎ দেওয়া হইবে, অসফল ব্যক্তিগণের জমা দেওয়া ঐ টাকা যথা সময় ফেরৎ দেওয়া হইবে। যাহার দর গৃহীত হইবে তাহাকে দশ টাকা (১০.০০) মূল্যের একটি নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের উপর চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিতে হইবে। চুক্তির কোন শর্ত লঙ্ঘিত হইলে জামিন জমা টাকা বাজেয়াপ্ত করা হইবে এবং বাতিল হইয়া যাইবে।

দরপত্র ভুল বা কাটাকাটি থাকিলে তাহা বাতিল হইয়া যাইবে। দরপত্র গ্রহণ বিষয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। এই বিষয়ে কোনরূপ ওজর আপত্তি অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না।

বিঃ দ্রঃ- ৩১-১২-২০২৩ তারিখ সময় কাল অবধি।

স্বাঃ  
Memo No.- 2698/6/Engg.  
Dated.- 13.03.2023

পৌরপ্রধান  
কাটোয়া পৌরসভা

কাটোয়ার কলম ট্রাস্ট-এর পক্ষে অভেদানন্দ ঠাকুর কর্তৃক, সুবোধ স্মৃতি রোড, কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান, ৭১৩১৩০ থেকে প্রকাশিত এবং কাটোয়া প্রিন্টিং প্রেস কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ,

সুবোধ স্মৃতি রোড (কাশীশ্বরী স্কুলের বিপরীতে), কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান, ৭১৩১৩০ থেকে মুদ্রিত। ফোন : ৭৩৮৪৭১২৭৬৬, ই-মেল : katwarkalam@gmail.com

সম্পাদক : দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়